আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী
সংখ্যাঃ২১, ৪র্থ সপ্তাহ, মে ২০২০

সূচী

ফিলিস্তিন

নাকাবা দিবসে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভ, ২ ফিলিস্তিনিকে ধরে নিয়ে গেলো ইসরাইলি বাহিনী

ইহুদিবাদী ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার ৭২ তম বার্ষিকীতে 'নাকাবা বা বিপর্যয় দিবস' পালন করে বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার ফিলিস্তিনি। গতো ১৫ই মে ইসরায়েল-প্রতিষ্ঠা দিবসে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন তাঁরা।

এই দিন ফিলিস্তিনিরা দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেয়ার পাশাপাশি তাদের অধিকার ফিরে পাওয়ার দাবি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তারা নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি জোরদারের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। হারানো ভিটেমাটি ফিরে পাওয়া ও ফিলিস্তিনিদের মুক্তির ব্যাপারে শপথ নিয়েছেন তারা।

বেলফোর ঘোষণার বাস্তবায়নে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড থেকে সাত লাখের বেশি মুসলিমকে বিতাড়িত করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। ইহুদিবাদী ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ দিনটিকে নাকাবা বা বিপর্যয় দিবস হিসেবে পালন করে আসছেন ফিলিস্তিনিরা। কুখ্যাত ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় ইহুদিবাদীরা প্রায় ৫০০ ফিলিস্তিনি গ্রামকে মুছে ফেলেছিলো বিশ্বের মানচিত্র থেকে। আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন নিজ মাতৃভূমি থেকে তাড়িত প্রায় ৫০ লাখ ফিলিস্তিনি।

অন্যদিকে বিশ্ব সন্ত্রাসীদের ক্রীড়নক দখলদার ইসরাইল ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর দখল করতে সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।গত ১২ই মে পশ্চিম তীরের একটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২জন নিরপরাধ ফিলিস্তিনিকে তুলে নিয়ে গেছে দখলদার ইসরায়েলি সেনারা। এলাকার বাসিন্দারা জানান, সন্ত্রাসী সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি শুরু করে। এসময় বিনা কারণে দুজনকে তুলে নিয়ে গেছে তারা।

পরিসংখ্যান বলে, বর্তমানে ইসরাইলী কারাগারে নারী-শিশুসহ প্রায় ৫ হাজার নিরপরাধ সিভিলিয়ান ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছেন।

এহেন পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনিদের মুক্তির একমাত্র পথ জিহাদ। মিছিল-মিটিং কর্মসূচী দিয়ে কখনো মুক্তি মেলবে না বলে মনে করছেন হকপন্থী আলিমগণ।

ইয়ামান

করোনা-সংটের মধ্যেও ইয়েমেনে হামলা অব্যাহত রেখেছে তাগুত সৌদি জোট, চরম বিপর্যয়ের মুখে মুসলিমরা

প্রাণঘাতী করোনা প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও দারিদ্র্যপীড়িত ইয়ামানে বর্বর আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে সৌদি নেতৃত্বাধীন কথিত আরবজোট। ইয়ামানের কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, গতো কয়েকদিনে সৌদি আরব দেশটির উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, মধ্যাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকদফা বিমান হামলা চালিয়েছে।

গতো ৮ই এপ্রিল সৌদি জোট এক বিবৃতিতে দাবি করেছিলো, জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যে শান্তি প্রক্রিয়া চলছে তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে তারা হামলা বন্ধ রেখেছে। কিন্তু বাস্তবে এই দাবির কোনো প্রমাণ মেলেনি। উপর্যুপরি হামলা চালিয়ে হত্যা করছে শতোশতো নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে।

একদিকে করোনা পরিস্থিতির কারণে অর্থনৈতিক মন্দা, অন্যদিকে সৌদি জোটের বোমা হামলা; ফলে ইয়ামানবাসীর জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ, মহামারি আর দুর্ভিক্ষে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে শতো শতো মুসলিম।

রোহিঙ্গা মুসলিম

রোহিঙ্গা শিবিরে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হলো শতাধিক ঘরবাড়ি

কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে শুক্রবার আরও দু'জনের দেহে করোনা-সনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দুই দিনে তিনজন রোহিঙ্গা মুসলিম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন।

এর আগে কক্সবাজারের উখিয়ায় কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে প্রথম একজন রোহিঙ্গার শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। জানা যায় একই ব্লকে করোনাভাইরাসের উপসর্গ রয়েছে এমন দু'জনকে পরীক্ষা করার পর শুক্রবার তাদের দেহেও কোভিড-১৯ সনাক্ত হয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলো ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় সেখানে করোনা ঝুঁকি সর্বাধিক বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

নতুনকরে করোনা আক্রান্ত সনাক্ত হওয়ায় সেখানে অবস্থানরত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার ও সাহায্য সংস্থার কর্মীরা শঙ্কার মধ্যে রয়েছেন।

অন্যদিকে উখিয়া কুতুপালং ৫ নম্বর ক্যাম্পে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে রোহিঙ্গাদের শতাধিক বাড়িঘর পুড়ে গেছে। রোববার রাত ১টায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মী মোহাম্মদ জলিল জানান, ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে আমরা ফায়ার সার্ভিস টিম তৎক্ষণাৎ সেখানে যাই। রোহিঙ্গা এবং ফায়ার সার্ভিস টিমের সম্মিলিত সহায়তায় রাত ২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ঠিক কোথা থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি তা এখনো জানা যায়নি।

তিনি আরো জানান, এর আগে গত মঙ্গলবার সকালে একই এলাকায় লম্বাশিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আরো একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিলো। এতেও প্রায় শতাধিক ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়েছে।

বাংলাদেশ

ভোলায় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে নিয়ে মালাউনের কটূক্তি, বিক্ষোভকারী মুসল্লিদের উপর সন্ত্রাসী পুলিশের হামলা

ভোলার মনপুরায় রাসুল সা. কে নিয়ে কটূক্তি করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছে শ্রীরাম চন্দ্র দাস (৩৫) নামে এক মালাউন। গতো কয়েক মাসের মধ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে দ্বিতীয়বারের মতো এমন চরম ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটলো।

এ ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন নবিপ্রেমী তাওহিদি জনতা। প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন স্থানীয় মুসুল্লিরা। এসময় উত্তেজিত জনতা দুয়েকটি দোকানপাট ভাংচুর করেছেন। বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্যসহ রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করেছে দালাল পুলিশবাহিনী। এতে আহত হয়েছেন ৫ নবিপ্রেমী মুসল্লি। এ ঘটনায় উক্ত শাতিম মালাউনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের এজেন্ট তাগুত হাসিনার প্রশ্রয়ে ইসলামের উপর আক্রমণের একের পর এক দুঃসাসহস দেখিয়ে যাচ্ছে হিন্দু মালাউন শাতিমরা। ইতোপূর্বেও তাওহিদবাদী জনতাকে ধোঁকা দিতে কটূক্তকারীদের তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হলেও কিছুদিন পরেই মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

নবি সা. এর ইজ্জতের হেফাজতে শাতিমদের হত্যা করা ছাড়া এমন বিক্ষোভ-মিছিলে কোনো ফলাফল আসবে না বলে মনে করেন হকপন্থী আলিমগণ।

ইসরায়েলের সমর্থনে টিভি সিরিয়াল প্রচার করছে সৌদি আরব, ক্ষোভ মুসলিম দুনিয়ায়

মুসলিম স্বার্থবিরোধী একের এক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে তাগুত সৌদি সরকার। ইসলামের পুণ্যভূমিতে বসে ফাঁদ পাতছে খোদ মুসলিমদের বিরুদ্ধেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এবার পবিত্র রমজানে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইহুদিবাদী ইসরায়েলকে সমর্থন করে দুটি টিভি সিরিয়াল প্রচার শুরু করেছে সৌদি আরব। ইসরায়েল সম্পর্কে আরবদের মনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের উদ্দেশ্যেই এই টিভি সিরিয়ালের প্রচার। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ইসরাইয়েলের সঙ্গে আরববিশ্বের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও প্রচারিত সিরিয়াল দুটোর মাধ্যমে 'স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ' প্রতিষ্ঠা করার জোর প্রচারণা চালানো হচ্ছে। একইসঙ্গে এই সিরিয়ালে ফিলিস্তিনিদের উপস্থাপন করা হচ্ছে নেতিবাচক চরিত্রে।

দুবাইভিত্তিক সৌদি মালিকানাধীন এমবিসি টেলিভিশন নেটওয়ার্কে দি উম-হেরন এবং মাখরাজ-৭ নামে ইসরায়েল সমর্থিত দুটি টিভি সিরিজ প্রচারের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আল-জাজিরা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দি উম-হেরন বা মাদার অব হেরন সিরিয়ালটি ১৯৪০ সালের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে এক বৃদ্ধা ইহুদী নার্সের সেবা দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিম ও ইহুদীদের কথিত ধর্মীয় সম্প্রীতির বিষয় তুলে ধরা হয়েছে সেখানে। আর কমেডি টিভি সিরিয়াল মাখরাজ-৭ এর মাধ্যমেও ইসরায়েলিদের প্রতি সমর্থন ও সহমর্মিতা দেখানো হয়েছে।

বর্তমান সৌদি সরকার মুসলিমদের বিরুদ্ধে একধরনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। হোয়াইটহাউজ আর তেলআবিবের শেখানে পলিসি ধরেই হাঁটছে এই তাগুত সরকার।

পাকিস্তান

পাক মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদিনের ২ হামলা, নিহত গোয়েন্দাসহ ২ কুফফার সেনা

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান এর জানবায মুজাহিদিন গত সপ্তাহে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে চার্মাঙ্গ এলাকায় এক জাসুসকে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তাঁরা। তেহরিকে তালেবানের মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, ওইদিন রাত ১২ টায় ওয়াহাব নামক এক জাসুসকে তার নিজ দোকানে হত্যা করেছেন মুজাহিদিন।

মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফি. আরো জানান, নিহত লোকটি পাকিস্তানী গোয়েন্দাসংস্থা ও সামরিক বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ওই এলাকা হতে বেশ কয়েকজন মুজাহিদকে বন্দী ও শহিদ করার মত নিকৃষ্টতম অপরাধের সাথে যুক্ত থাকায় সে মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয়েছে।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর অন্য এক বার্তায় জানান, গত ২১ মে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। এর আগে মুজাহিদগণ স্নাইপার হামলা চালিয়ে গাড়ির ড্রাইভারকে হত্যা করেন। ড্রাইভারের পাশের সিটে থাকা সেনা সদস্য স্টিয়ারিং ধরলে তাকেও হত্যা করেন মুজাহিদিন। সর্বশেষ পিছনে থাকা দুই সেনা সদস্য গাড়ি থেকে বের হয়ে পালানোর চেষ্টা করলে, তাদেরকেও হত্যা করে স্নাইপারধারী মুজাহিদিন।

সিরিয়া

শামে আল-কায়েদার বন্দী-বিনিময়, মুক্তি পেলো ২ মুসলিম নারীসহ ৩ শিশু

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর অপারেশন রুম 'ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন' রাশিয়ান দখলদার ও মুরতাদ নুসাইরী মিলিশিয়ার সাথে একটি বন্দী বিনিময় সম্পন্ন করেছেন। বন্দীদের মুক্ত করো' শিরোনামে ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন অপারেশণ রুমের অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত বার্তায় বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ মিলিশিয়ার সাথে মুজাহিদিনের একটি বন্দীবিনিময় সম্পন্ন হয়েছে।

বন্দীবিনিময়ের ফলে মুজাহিদিনের হাতে বন্দী তিন মিলিশিয়া সদস্যের বিনিময়ে ২ জন মুসলিম নারী ও ৩ শিশুকে মুক্ত করা হয়েছে।

এর আগে গত ১৮ই রমাদানে লেবাননের হিজবুল্লাহর দুই সদস্যের মৃতদেহ এবং আসাদের এক সৈন্যের বিনিময়ে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর হাতে বন্দী ৩ জন মুজাহিদকে মুক্ত করেছিলেন।

আফগানিস্তান

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর তালিবান মুজাহিদিনের শতাধিক হামলা, নিহত অন্তত ৩৯০ সেনা

মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের আক্রমণাত্মক অভিযানের ঘোষণার পর তালিবান মুজাহিদিনও কাবুল প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ও চেকপোস্টে পাল্টা অভিযান শুরু করেছেন। এরই ধারাবাকিতায় গত সপ্তাহে মুজাহিদগণ মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি ও চেকপোস্টে প্রায় শতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে মুজাহিদদের মাত্র ৩৩টি হামলাতেই মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের অন্তত ৩৮৫ কমান্ডো ও সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৩৭টি সামরিকযান।

এই অভিযানগুলোর ফলে মুরতাদদের ২টি সামরিক ঘাঁটি ও ২৩ টি চেকপোস্টে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন মুজাহিদিনরা।

অন্যদিকে মুজাহিদিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কাবুল প্রশাসনের ৭৬ সেনা ও কমান্ডার।

আফ্রিকা

আফ্রিকায় আল-কায়েদা মুজাহিদিনের তীব্র হামলা। নিহত অন্তত ৪০ কুফফার সেনা, সামরিক সরঞ্জামাদিসহ অসংখ্য গনিমত লাভ

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত সপ্তাহে কেনিয়া ও সোমালিয়াজুড়ে দখলদার ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ১৯টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এর মধ্য হতে ১৩ হামলাতেই ৭ উচ্চপদস্থ অফিসার ও কমান্ডারসহ নিহত হয়েছে অন্তত ৩৪ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য। এছাড়াও আহত হয়েছে আরো অনেক।

মুজাহিদদের অন্য অভিযানগুলোতেও ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্যরা হতাহতের শিকার হয়েছে। হামলায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর ৬টি সামরিকযান ও গাড়ি ধ্বংস হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৭টি সামরিক ঘাঁটি।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর জানবায মুজাহিদিন বুর্কিনা-ফাসোতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। গত ১৯ মে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মুজাহিদ সমর্থিত আফ্রিকা ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায়, আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদিন বুর্কিনা-ফাসোর উত্তর-পশ্চিম বান রাজ্যে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল ও তীব্রমাত্রার অভিযান চালিয়েছেন। হামলায় মুরতাদ বুর্কিনা সামরিক বাহিনীর অন্তত ৯ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক সেনা সদস্য। সৈন্যদের অনেকেই ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেছে।

এই অভিযানে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ৪টি সামরিকযান, ২০টি মোটরবাইক ১৫টি ক্লাশিনকোভসহ বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেছেন। অপারেশনটি রমাদান মাসে পরিচালিত মুজাহিদিনের 'পবিত্র মাসের যুদ্ধ সিরিজের' একটি অংশ।